



ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ

১। উপক্রমণিকা

ঢাকা মহানগরীর গণপরিবহন ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯২-১৯৯৩ সালে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ এর উদ্যোগে United Nations Development Programme (UNDP) এর সহযোগিতায় Dhaka Integrated Transport) Study (DITS) সম্পন্ন করা হয়। DITS এর সুপারিশের আলোকে ঢাকা মহানগরীতে ট্রাফিক ব্যবস্থা ও দীর্ঘমেয়াদী নিরাপদ সমন্বিত যানবাহন ও পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সনে গ্রেটার ঢাকা ট্রান্সপোর্ট প্ল্যানিং এন্ড কো-অর্ডিনেশন বোর্ড (GDTPCB গঠন করা হয়।

GDTPCB-কে বিলুপ্ত করে “ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড আইন-২০০১” (২০০১ সনের ১৯নং আইন) আইনের আওতায় ০২ জুলাই ২০০১ তারিখে “ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড (ডিটিসিবি) গঠন করা হয়। ক্রমবর্ধমান নগরায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আর্থসামাজিক পরিস্থিতি উন্নতির প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে বৃহত্তর ঢাকার পরিবহন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, পরিকল্পিত, সমন্বিত ও আধুনিকীকরণ করার লক্ষ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর এবং নরসিংদী জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ এর আওতায় ‘ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)’ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে ডিটিসিএ’র আওতাভুক্ত এলাকার আয়তন প্রায় ৭,৪০০ বর্গ কিলোমিটার। পরিবহন সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার মহা-পরিকল্পনা প্রনয়ন, পরিবহন অবকাঠামোর সমীক্ষা প্রণয়ন, বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করা ডিটিসিএ’র কর্মপরিধিভুক্ত।

২। রূপকল্প

বৃহত্তর ঢাকার পরিকল্পিত, সমন্বিত এবং আধুনিক ও টেকসই পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা

৩। অভিলাক্ষ্য

পরিবহন ব্যবস্থার সুষ্ঠু সমন্বয়, পরিবহন পরিকল্পনা এবং দ্রুতগামী গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য এবং সহজলভ্য পরিবহন সেবা প্রদান

৪। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০১৯-২০ অর্থবছরে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ০৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। এর মধ্যে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে (জিওবি) ৩টি ও বৈদেশিক সহায়তায় ২টি। এ প্রকল্পগুলোর অনুকূলে জিওবি বরাদ্দ ৯২০.০০ লক্ষ টাকা, বৈদেশিক সহায়তা ১.০০ লক্ষ টাকা মোট বরাদ্দ ৯২১ লক্ষ টাকা। এ অর্থবছরে মোট ৮৬৬.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ব্যয়ের হার ৯৪.১৩ শতাংশ।

৫। পরিচালনা পরিষদ

ডিটিসিএ’র অধিভুক্ত এলাকার পরিবহন সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে, যার সভাপতি সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে পরিচালনা পরিষদের ১৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় নিম্নবর্ণিত উল্লেখ্যযোগ্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(১) ফুলবাড়ীয়াস্থ (নিমতলী বস্তি) আনন্দবাজার এর জায়গা সিটি বাস টার্মিনালের জন্য রাজউক হতে পূর্বাচলে বাস টার্মিনাল নির্মাণের জন্য বরাদ্দ প্রদান ত্বরান্বিত করতে হবে।

(২) রাজউক ৭.১৩ একর (২.৮৯ হেক্টর) জমির মূল্য নির্ধারণ করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ডিটিসিএ বরাবর প্রেরণ করবে।

৩) ঢাকা ইন্টিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (DITMP) সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য ফুলবাড়ীয়া ও পল্টন ইন্টারসেকশনে এনএমটি চলাচল ও ফুটপাথ দখলমুক্ত রাখার জন্য ডিএমপি/ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ব্যবস্থা নিবে।

৪) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের জন্য একটি Comprehensive Transport Plan প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ডিটিসিএ Feasibility Study গ্রহণ করবে।

(৫) ইনার রিং রোডের ইন্টার্ন বাইপাস অংশে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সাথে সমন্বয় করে এলিভেটেড সড়কের সম্ভাব্যতা যাচাই করার উদ্যোগ বিবিএ গ্রহণ করবে।

(৬) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর অপর অংশে (ইনার রিং রোডের ওয়েস্টার্ন অংশ) তাদের প্রস্তাবিত At-grade কার্যক্রমে মিডিয়ান বরাবর Elevated Expressway-র সংস্থান রেখে ইনার রিং রোড দ্রুত বাস্তবায়ন করবে। ভবিষ্যতে At-grade এর Capacity শেষ হলে Elevated Expressway নির্মাণ এর ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৭) আরএসটিপি-তে বর্ণিত মিডল রিং রোড এর বরাবর বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া সরকারের যৌথ উদ্যোগে বিবিএ প্রস্তাবিত পূর্ব-পশ্চিম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করতে পারে। এ ব্যাপারে অগ্রগতি ডিটিসিএ-কে অবহিত রাখতে হবে।

(৮) হোমোয়েতপুর-কালাকান্দি ও শীতলক্ষ্যার এলাইনমেন্ট বরাবর সওজ প্রস্তাবিত At-Grade সড়কের সমীক্ষা করার অনুমোদন দেয়া হয়।

(৯) এয়ারপোর্ট সড়কে নৌ-বাহিনী হেড কোয়ার্টারের বিপরীতে অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে সিটি ফরেন্স্ট নির্মাণে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। উল্লিখিত স্থানে নতুন কোন স্থাপনা নির্মাণের অনুমতি দেয়া যাবে না।

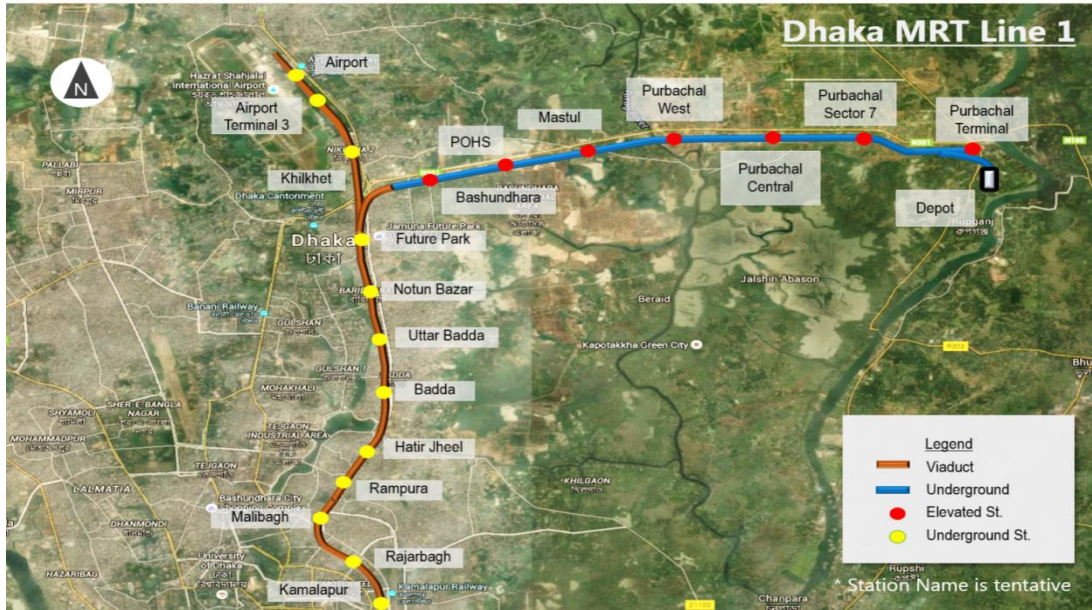


ডিটিসিএ'র পরিচালনা পরিষদের ১৩তম সভায় মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি

৬. ২০১৯-২০ অর্থবছরে অর্জন

৬.১ মেট্রোরেল লাইন-১ এর সমীক্ষা

বিমানবন্দর-খিলক্ষেত-কুড়িল-বারিধারা-বাড্ডা-রামপুরা-মালিবাগ-মোচাক-রাজারবাগ-কমলাপুর (আন্তারগ্রাউন্ড ১৮.৮০ কিলোমিটার) এবং কুড়িল-পূর্বাচল-কাঞ্চন সেতুর পশ্চিম পার্শ্ব (এলিভেটেড ১১.৮০ কিলোমিটার) পর্যন্ত মোট ৩০.৬০ কিলোমিটার MRT Line-1 নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ ডিটিসিএ সম্পন্ন হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিস্তারিত নকশা প্রণয়নের কাজ চলছে যা ডিএমটিসিএল বাস্তবায়ন করছে। সমীক্ষা প্রকল্প ব্যয় ৪৬.৩৮ কোটি টাকা। এটি হবে বাংলাদেশের প্রথম পাতাল রেল।



ঢাকা এমআরটি লাইন ১-এর রুট এলাইনমেন্ট

৬.২ মেট্রোরেল লাইন-৫ এর সমীক্ষা

MRT Line-5 (উত্তরাংশ): হেমায়েতপুর-আমিনবাজার-গাবতলী-মিরপুর টেকনিক্যাল-মিরপুর-১-মিরপুর-১০-কচুক্ষেত-বনানী-গুলশান-২ (আন্তারগ্রাউন্ড ১৩.৫০ কিলোমিটার)-নতুন বাজার-ভাটারা (এলিভেটেড ৬.৫০ কিলোমিটার) মোট ২০.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ ডিটিসিএ কসম্পন্ন হয়েছে। এটি হবে বাংলাদেশের ২য় পাতালরেল। বর্তমান ডিএমটিসিএল কর্তৃক প্রকল্পের ডিজাইনের কাজ চলমান আছে।



ঢাকা এমআরটি লাইন ৫(উত্তরাংশ)-এর রুট এলাইনমেন্ট

৬.৩ ঢাকা ইন্টিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প

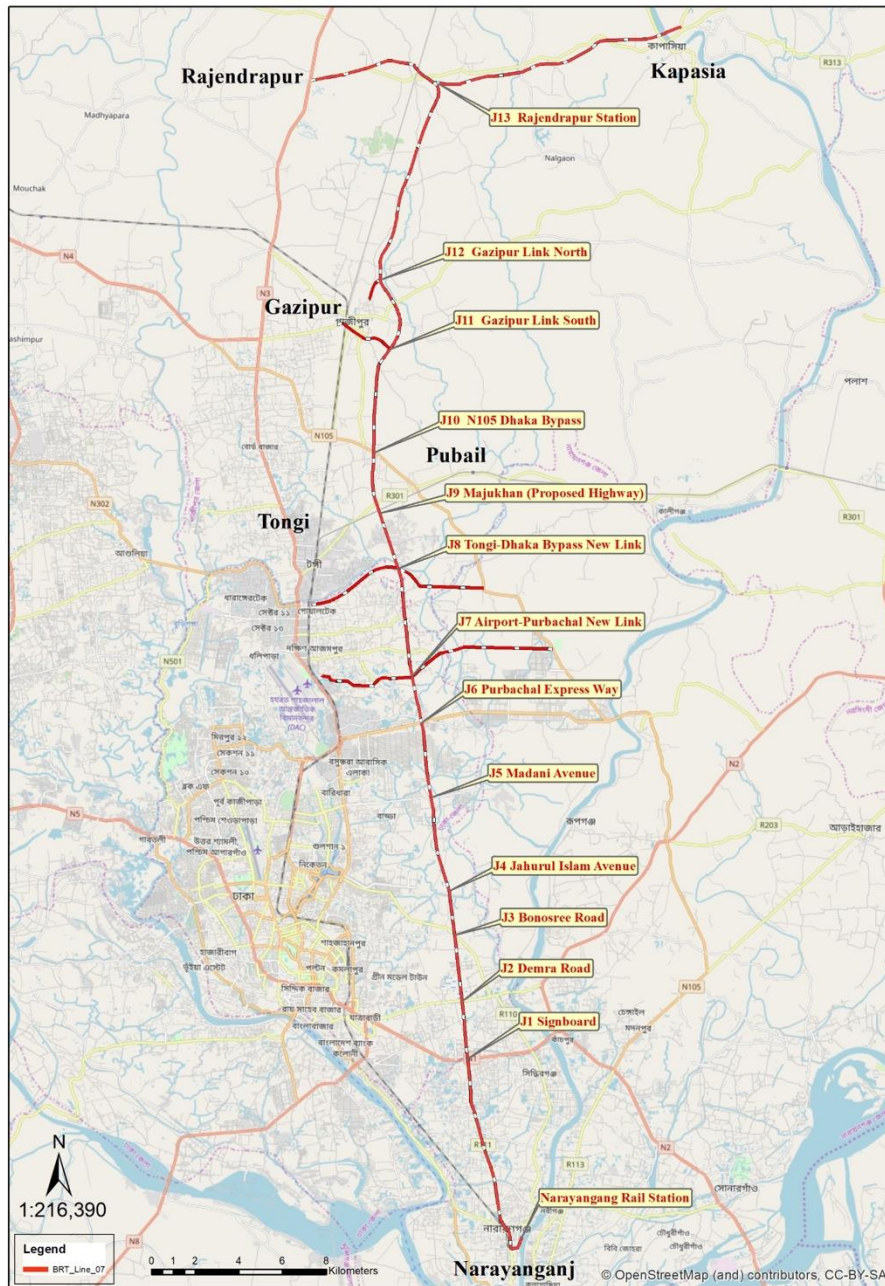
ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)-র আওতায় JICA'র সহযোগীতায় বাস্তবায়নাধীন Dhaka Integrated Traffic Management Project (DITMP) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের অধীনে ঢাকা শহরে ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে ঢাকা মহানগরীর ৪টি ইন্টার সেকশন (গুলিস্তান, পল্টন, মহাখালী ও গুলশান-১) আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয় পূর্ত কাজ শেষ এবং ইলেকট্রিক্যাল কাজ চলমান রয়েছে। ইন্টারসেকশন ৪টিতে Intelligent Transportation System (ITS) বসানো হবে যাতে Ultrasonic Vehicle Detector ও Image Processor এর সাহায্যে ইন্টারসেকশন থেকে ৩০০ মিটার পর্যন্ত যানবাহনের সংখ্যা নির্ণয় করা যাবে এবং যানবাহনের সংখ্যার ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিগনাল ব্যবস্থা পরিচালিত হবে। এর ফলে যানজট নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করা সহজ হবে। সেই সাথে নিরাপদ পথচারী পারাপারও সহজতর হবে। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৫২৪.৬৩ লক্ষ (জিওবি ২৬৩৭.৪৪ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সহায়তা ১৮৮৬.৭৫ লক্ষ) টাকা। বর্তমানে উক্ত ৪টি ইন্টারসেকশনের আর্থিক ব্যয় ৯৭.৩৯ শতাংশ এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৮.১৪ শতাংশ।

৬.৪ রোড সেফটি ম্যানেজমেন্ট এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প

ঢাকা মহানগরীতে দুর্ঘটনা রোধকল্পে টেকসই ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ৪.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২০ থেকে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত Road safety Management and Capacity Building প্রকল্পের আওতায় BUET এর Accident Research Institute (ARI)-কে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োগ প্রদান কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১০০ কিলোমিটার সড়কের Road safety Audit, স্কুল জোনিং, আরবান রোড সেফটি ম্যানুয়াল, শিশুদের জন্য রোড সেফটি বুকলেট ইত্যাদি প্রস্তুত করা হবে।

৬.৫ বি আরটি ৭ লাইনের সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প

BRT Line-7 সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৯০ কিলোমিটার দীর্ঘ বিআরটি করিডোর [চাষাড়া-সাইনবোর্ড-ডেমরা-বনশ্রী-মাদানী এভিনিউ-আফতাবনগর-পূর্বাচল- মীরেরবাজার- পূর্বািল- রাজেন্দ্রপুর- কাপাসিয়া (গাজীপুর)] এর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাথমিক নকশা, ইআইএ, এসএইএ, টিআইএ, ল্যান্ড এ্যাকুউজিশন, কষ্ট এন্টিমেট-এর খসড়া প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।



BRT Line-7 এর রুট এলাইনমেন্ট

৭. ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের অন্যান্য কার্যক্রম

৭.১ ট্রাফিক সার্কুলেশন সংক্রান্ত নকশা অনুমোদন

ডিটিসিএ অধিভুক্ত এলাকায় কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বহুতল আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ ও আবাসিক প্রকল্প গ্রহণ করতে হলে ডিটিসিএ হতে যানবাহনের প্রবেশ-নির্গমন ও চলাচল (Traffic Circulation) সংক্রান্ত নকশার অনুমোদন গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। এ অর্থবছরে ০৯টি বহুতল ভবনের এবং ০৫টি হাউজিং প্রকল্পের অনাপত্তি/অনুমোদন প্রদান করেছে।

৭.২ গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন

একটি পরিকল্পিত ও সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) কর্তৃক ২০০৫ সালে প্রণীত Strategic Transport Plan (STP) হালনাগাদ করে সংশোধিত STP প্রণয়ন করা হয়েছে। সংশোধিত STP-তে ৫টি Mass Rapid Transit (MRT) [MRT Line-1, 2, 4, 5 & 6] লাইন, এবং ২টি Bus Rapid Transit (BRT) [BRT করিডোর - 3 & 7], তিনস্তর বিশিষ্ট রিং রোড (ইনার, মিডল ও আউটার), ৮টি রেডিয়াল সড়ক, ৬টি এক্সপ্রেসওয়ে এবং ২১টি ট্রান্সপোর্টেশন হাব নির্মাণের সুপারিশ রয়েছে। ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, ট্রাফিক সেফটি ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাস পরিবহন সেক্টর পুনর্গঠনের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। সংশোধিত STP-এর আলোকে ইতোমধ্যে MRT Line-1, MRT Line-5 ও বিআরটি লাইন-৩ এর সমীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে এবং বিআরটি লাইন-৭ এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান আছে। (কেবিনেটের রিপোর্ট থেকে নেয়া) ডিটিসিএ বাস সেক্টরে পূর্ণগঠনের লক্ষ্যে Bus Network Management Company গঠন এবং পাইলট করিডোরে (কুড়িল-সায়োদাবাদ) বাস ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সামগ্রিকভাবে ডিটিসিএ ঢাকা গণপরিবহন ব্যবস্থা উন্নত ও সমন্বিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

৭.৩ বাস রুট রেশনালাইজেশন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বাস রুট ফ্রাঞ্চাইজ পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে ডিটিসিএ'র সাচিবিক সহায়তায় গঠিত কমিটি ১১টি সভা সম্পন্ন করেছে। কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগরীতে বিআরটিসি সিটি চক্রাকার বাস সার্ভিস চালু করেছে। বাস টার্মিনাল ও ডিপো নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার জন্য গৃহীত প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। বাস রুট ক্লাস্টারিং এবং কোম্পানীর সংখ্যা নির্ধারণের জন্য নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে খসড়া প্রতিবেদন দাখিল করেছে।

৭.৪ স্মার্ট কার্ড প্রবর্তন এবং ক্লিয়ারিং হাউজ প্রতিষ্ঠা

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জাইকার সহায়তায় ঢাকা শহরে গণপরিবহন ব্যবস্থা সুসংহত এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভাড়া আদায় পদ্ধতির প্রচলন ও ভাড়া আদায় পদ্ধতিকে সমন্বয় করার লক্ষ্যে ক্লিয়ারিং হাউজ স্থাপন করা হয়েছে। SMART Card (Rapid Pass) ব্যবহার করে বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যম যেমন-মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসি'র বাস, বিআইডব্লিউটিসি'র নৌ-যান ও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারি বাসে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াতের লক্ষ্যে e-Clearing House প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমান বিআরটিসি'র আব্দুলপুর-মতিঝিল রুট এবং ধানমন্ডি চক্রাকার এসি বাস সার্ভিসে, গুলশান সার্কুলার রুটে চলাচলরত ঢাকা চাকা'র এসি বাস এবং হাতিরঝিল চক্রাকার বাস রুটে র‍্যাপিড পাস ব্যবহৃত হচ্ছে।

৭.৫ ডিটিসিএ অফিস ভবন নির্মাণ

ডিটিসিএ'র অফিস ভবন নির্মাণের জন্য তেজগাঁও এ ০২ (দুই) বিঘা ভূমি'র উপর ডিটিসিএ'র ১৩তলা অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ২৯ মে ২০১৭ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান National Development Engineers Ltd এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরবর্তীতে ০৪ জুন ২০১৭ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। জুন ২০২০ মাসে 11th Floor এর কলাম, শেয়ার ওয়াল, লিফট ওয়াল ঢালাই সম্পূর্ণ হয়েছে। জুন ২০২০ মাস পর্যন্ত কাজের সার্বিক অগ্রগতি হয়েছে ৫০.৫১ শতাংশ।



ডিটিসিএ'র নির্মাণাধীন ভবন

৭.৬ জাতীয় শোক দিবস উদযাপন

স্বাধীনতার স্থপতি, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ডিটিসিএ হতে ১৫ আগস্ট, ২০১৯ সকালে খানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। এছাড়াও এ দিন জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ডিটিসিএ'র সকলের অংশগ্রহণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোর রাতে জাতির পিতার পরিবারের যে সকল সদস্য ও আত্মীয়-স্বজন শহীদ হয়েছেন তাদের স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানানো হয়।



খানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, ১৫ আগস্ট, ২০১৯

৭.৬ বিশ্ব ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত দিবস উদযাপন:

যানজট নিরসন, বায়ু ও শব্দ দূষণ হ্রাসে ব্যক্তিগত গাড়ির পরিবর্তে গণপরিবহন ব্যবহারে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ৪র্থ বারের মতো ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ বিশ্ব ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল “Safe Walking and Cycling”। এছাড়া, প্রতিমাসের ১ম শুক্রবার সকাল ৮.০০ ঘটিকা হতে সকাল ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত মানিক মিয়া এভিনিউর একাংশ কার ফ্রি স্ট্রীট হিসেবে রাখা হয়। এ সময় উক্ত সড়াকাংশে সাইক্লিং, স্কেটিং, যোগব্যায়াম, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার আয়োজন করা হয়ে থাকে।



বিশ্ব ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত দিবস ২০১৯ উদযাপন

৮. মানবসম্পদ উন্নয়ন

৮.১ প্রশিক্ষণ:

ডিটিসিএ'র উদ্যোগে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিম্নলিখিত ১৯ টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে:

ক্র:নং	প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	উদ্যোগী সংস্থা/ এজেন্সীর নাম
১।	ইনোভেশন প্রশিক্ষণ	১২ -১৩ জুলাই ২০১৯	ডিটিসিএ
২।	মেট্রোরেল সংশ্লিষ্ট “অন দি জব”	১৫ - ২৯ জুলাই ২০১৯	ডিএমটিসিএল,
৩।	Training for Accounts Staff of Executive	০১-০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯	ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমী
৪।	Public Private Partnership (PPP)	১৭-১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯	Infrastructure Investment Facilitation Company
৫।	Training program on Public Transportation for Transport Professionals	২২-২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯	বুয়েট
৬।	Research Methodology	৯-১৩ অক্টোবর ২০১৯	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট
৭।	Planning, Managing and Coordinating Urban Public Transport	২৬-৩০ অক্টোবর, ২০১৯	বুয়েট
৮।	সরকারি অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন	০২-০৩ নভেম্বর, ২০১৯	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট
৯।	চাকুরি সংক্রান্ত এবং অফিস ব্যবস্থাপনা	১৫.১১.১৯, ২২.১১.১৯ এবং ৩০.১১.১৯	ডিটিসিএ
১০।	Traffic Engineering, Traffic Signal & Intersection Development for Transport Professionals	১৬-২০ নভেম্বর/২০১৯	বুয়েট
১১।	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট	৩০ নভেম্বর-১৭ ডিসেম্বর	সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ)
১২।	Training for Accounts Staff of	৮-১২ ডিসেম্বর	ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমী

ক্র:নং	প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	উদ্যোগী সংস্থা/ এজেন্সীর নাম
	Executive		
১৩।	Transportation Engineering Basic (Urban Transport)	১৯-২৫ ডিসেম্বর	বুয়েট
১৪।	Professional Training Program on Web GIS Geo-Server	২৭-২৮ ডিসেম্বর, ২০১৯	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ প্ল্যানার্স (বিআইপি)
১৫।	অফিস ব্যবস্থাপনা এবং আইসিটি কোর্স	১২-২৩ জানুয়ারি, ২০২০	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
১৬।	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা এর অর্ন্তভুক্ত সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	ডিটিসিএ
১৭।	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট	৮-২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	সিপিটিইউ
১৮।	অরিয়েন্টেশন কোর্স	১০-২৪ মার্চ, ২০২০	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট
১৯।	সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪	১৬-১৭ জুন, ২০২০	ডিটিসিএ

৮.২ ওয়ার্কশপ ও কর্মশালা আয়োজন

পরিবহন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও সুসংগঠিত করতে সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের সমন্বিতভাবে কাজ করার কোনো বিকল্প নেই। পরিবহন ব্যবস্থাকে উন্নত ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের মতামত গ্রহণ এবং পরামর্শ প্রদানের নিমিত্ত ডিটিসিএ ১৭টি সেমিনার ও ২৭টি ওয়ার্কশপ আয়োজনের টার্গেট নির্ধারণ করেছে। মার্চ ২০২০ পর্যন্ত ১২টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ করা হয়েছে।



সদরঘাট-আমিন বাজার নৌ-রুট জনপ্রিয় করতে করণীয় শীর্ষক অনুষ্ঠিত কর্মশালা

৮.৩ ট্রাফিক আইন সম্পর্কে স্কুল শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা :

ট্রাফিক আইন এবং সড়ক ব্যবহার সম্পর্কে স্কুল শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে রাজধানী উচ্চ বিদ্যালয় এবং ধানমন্ডি সরকারি ল্যাবরেটরী হাই স্কুল ডিটিসিএ সচেতনতা মূলক প্রোগ্রাম আয়োজন করে। এ ছাড়া ঢাকার প্রধান প্রধান স্কুলের শিক্ষকদের নিয়ে আলাদা সভা করে ট্রাফিক আইন এর গুরুত্ব তুলে ধরা হয় এবং শিক্ষার্থীদের সচেতন করার কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়।



ট্রাফিক আইন সম্পর্কে ধানমন্ডি সরকারি ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান: ১২ মার্চ, ২০২০

৯. জনবল ও পদ সৃজন

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) প্রতিষ্ঠাকালে ৬৪ জন জনবল নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। ঢাকা মহানগরীর ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যা, আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, বর্ধিত অধিক্ষেত্র, আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে ২০১৮ সালে বর্তমান সরকার ডিটিসিএ-তে আরো ১৪৮ জনবল মঞ্জুর করে। বর্তমানে ডিটিসিএ'র মোট জনবল ২১২। ২০১৮ সালে ৯ম গ্রেডের ১৪ জন এবং সর্বশেষ ২০২০ সালে ৭ম গ্রেডের ১১ জন ও ৯ম গ্রেডের ৫ জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন গ্রেডের ২৬ জনবল নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। ডিটিসিএ'র কর্মচারী প্রবিধানমালা-২০২০ অনুমোদনের ফলে ডিটিসিএ-তে জনবল নিয়োগ সহজতর হয়েছে।

১০. প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানী

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)'র শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার (২০১৯-২০২০) অন্তর্ভুক্ত সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সকলের সুচিন্তিত পরামর্শ ও মতামত গ্রহণের নিমিত্ত ২৮ জুন ২০২০ তারিখ অনলাইনে একটি প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়। গণশুনানীতে আর এস টিপি বাস্তবায়ন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। পরিবহন পরিকল্পনায় পায়ে হাটার এবং বাইসাইকেল লেনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার জন্য পরামর্শ তেয়া হয়।



ডিটিসিএ-এর নির্বাহী পরিচালকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গণশুনানী, ২৮ জুন ২০২০

১১.জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

সরকার অব্যাহতভাবে দুর্নীতি দমন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং এরই সুসমন্বিত উদ্যোগ হিসাবে সোনার বাংলা গড়ায় প্রত্যয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে ডিটিসিএ হতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে ডিটিসিএ মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে ৯৩ পেয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে ডিটিসিএ'র নির্বাহী পরিচালক কে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কারে জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। শুদ্ধাচার বিষয়ে ডিটিসিএ'র শ্লোগান হল “সুপারিকল্পিত পরিবহন ব্যবস্থা টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

১২.সমন্বয় কার্যক্রম:

ঢাকার ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করে একটি ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট কমিটি ডিটিসিএ'র নির্বাহী পরিচালকের সভাপতিত্বে কাজ করছে। এ কমিটি ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে ৩টি সভা আয়োজন করেছে। এছাড়া কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা বা RSTP তে উল্লিখিত প্রকল্প সমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য গঠিত কমিটি ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে ৪টি সভা আয়োজন করেছে এবং বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয় সাধন করছে। সার্বিকভাবে ডিটিসিএ পরিচালনা পরিষদের সভায় বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে আন্তঃকর্তৃপক্ষ সহযোগিতা ও সমন্বয় করে থাকে।

১৩.ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ এর অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমূহ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা:

ডিটিসিএ ২০ বছর মেয়াদী কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা সংশোধন ও পরিমার্জন করে সংশোধিত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা (RSTP) প্রণয়ন করেছে যা ২৯ আগস্ট ২০১৬ তারিখে মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সংশোধিত STP এর আলোকে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হচ্ছে। সকল পরিবহন মাধ্যমে স্বাচ্ছন্দে চলাচলের জন্য র‍্যাপিড পাস চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩টি বাস সার্ভিসে র‍্যাপিড পাস চালু রয়েছে। ডিটিসিএ এমআরটি লাইন-১, এমআরটি লাইন-৫ (উত্তরাংশ) সম্ভাব্যতা যাচাই এবং এমআরটি লাইন-৫ (দক্ষিণাংশ) প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করেছে। ডিটিসিএ মেট্রোরেল আইন, ২০১৫ বিআরটি আইন, ২০১৬ মেট্রোরেল বিধিমালা ২০১৬ এবং বাংলাদেশের মেট্রোরেলের টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করা হয়েছে। ডিটিসিএ আইনের ১৯ ধারা মোতাবেক ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য মেট্রোরেল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে জন্য ডিএমটিসিএল গঠন করা হয়েছে। ডিটিসিএ-তে বিদ্যমান ৭০টি জনবলের অতিরিক্ত ১৪২টি জনবল সৃষ্টি করে ২১২ তে উন্নীত হয়েছে। ইতোমধ্যে ৭ম গ্রেডভুক্ত ১৩জন এবং ৯ম গ্রেডভুক্ত ১৯জন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া বিআরটি লাইন-৭ এর সম্ভাব্যতা যাচাই, বাস টার্মিনাল/ডিপো এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষার এবং ঢাকার সড়ক নিরাপত্তার জন্য সমীক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিভিন্ন সরকারি বে-সরকারি সংস্থার পরিবহন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প গ্রহণে ডিটিসিএ'র অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা থাকলেও জরিমানার বিধান না থাকায় বিভিন্ন সংস্থা ডিটিসিএ আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ফলে ডিটিসিএ বিভিন্ন পরিবহন সংশ্লিষ্ট সংস্থার মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সমন্বয় করতে পারছে না। ঢাকা মহানগরীর বাস সেক্টর পুনর্গঠনের লক্ষ্যে স্বল্প সংখ্যক বাসের সমন্বয়ে গঠিত কোম্পানিগুলোকে একত্রীকরণের মাধ্যমে বৃহৎ বাস কোম্পানি গঠন করে মহানগরীতে যাত্রী সেবা প্রদানের সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রবর্তন করা ডিটিসিএ'র অন্যতম চ্যালেঞ্জ। বাস কোম্পানীর মালিকগণ চাহিদা অনুযায়ী বাস সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্যাদি সরবরাহ না করায় তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

ডিটিসিএ আইন সংশোধন করে ডিটিসিএ'র কার্যাবলী পুনর্গঠন এবং জরিমানার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার কার্যক্রম চলমান আছে। ডিটিসিএ ২০ বছর মেয়াদী সংশোধিত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা (RSTP) প্রণয়ন করেছে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী RSTP-তে বর্ণিত প্রকল্পগুলো বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে ৫ বছর অতিবাহিত হওয়ায় ২০১৬ সালে প্রণীত RSTP হালনাগাদ করার পরিকল্পনা রয়েছে। সকল পরিবহনে একই টিকেটে Rapid Pass ব্যবহার করে ভ্রমণের জন্য MRT, BRT, BRTC BIWTC সহ বেসরকারি বাস অপারেটরদেরকে Clearing House প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ডিটিসিএ চারটি ইন্টারসেশনে ITS চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং আর ১০০টি ইন্টারসেশনে ITS চালুর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এছাড়া আউটার সার্কুলার রোড, বাস রুট র‍্যাশনলাইজেশন এবং কোম্পানী ভিত্তিক বাস চালনার জন্য এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।